



145543 - ঘুমরে সহহি যকিরিসমূহ

প্রশ্ন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহহি সনদে বর্ণিত ঘুমরে যকিরিসমূহ কী কী? আমি সগেলো পূর্ণরূপে জানতে চাই। আল্লাহ আপনাদেরকে সর্বোত্তম প্রতদিন দনি।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

হাদিসে উদ্ধৃত ঘুমরে সহহি যকিরিরে সংখ্যা অনেক। যমেন:

সূরা নাস, সূরা ফালাক ও সূরা ইখলাস পড়ে দুই হাতের তালুতে ফুঁক দেওয়া।

আয়াতুল কুরসী পড়া।

সূরা বাকারার শেষে দুই আয়াত পড়া।

সূরা কাফরুন পড়া।

সূরা ইসরা পড়া।

সূরা যুমার পড়া।

بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

بِسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَإِلَيْكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَأَرْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

তত্রিশি বার সুবহানাল্লাহ, তত্রিশি বার আলহামদুলিল্লাহ ও চৌত্রিশি বার আল্লাহু আকবার বলা।

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوَيِّ

اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ، اللَّهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.

بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رَهَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدَى الْأَعْلَى.



প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

উত্তর:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতে ঘুমেরে বশিদ্ধ যকিরিরে সংখ্যা অনেক। এমনকি ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “জনে রাখুন, এ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস ও আছারের সংখ্যা অনেক। আমরা যা উল্লেখ করছি কোনো ব্যক্তি যদি এগুলোর উপর আমল করার তৌফিক লাভ করে তাহলে এগুলো তার জন্য যথেষ্ট। এগুলোর অতিরিক্ত বর্ণনা আমরা বাদ দিয়েছি এই আশঙ্কায় যে, কটে এতগুলো পড়তে গিয়ে একঘণ্টেমেতি আক্লান্ত হবে। উত্তম হচ্ছে ব্যক্তি উক্ত অধ্যায়ে উল্লেখিত সকল যকিরি পড়বে। যদি সে তা করতে না পারে তাহলে গুরুত্বপূর্ণ যকিরিগুলো থেকে যে কয়েকটি পারে সেগুলো পড়বে।”[আল-আযকার (পৃ. ৯৫) গ্রন্থ থেকে সমাপ্ত]

এ অধ্যায়ের সহিহ হাদীসসমূহ আমরা এখানে সংকলন করছি:

- সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে দুই হাতের তালুতে ফুক দেওয়া

আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিরাতে ঘুমানোর জন্য বহিনায় শোয়ার পর নজিরে দুই হাতের তালু একত্র করে তাতে ফুক দিয়ে তারপর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়তেন। অতঃপর তা দিয়ে শরীরের যতটুকু সম্ভব মুছতেন। দুই হাত দিয়ে মাথায় ও চহোয়ায় শুরু করতেন। তারপর শরীরের সম্মুখভাগে মুছতেন। এভাবে তিনি বার করতেন।”[হাদীসটি বুখারী (৫০১৭) বর্ণনা করেন]

- আয়াতুল কুরসী পড়া

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (একবার) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে রমযানের যাকাত (ফতিরা) দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন। (আমি পাহারা দেওয়ার সময়) একজন আগন্তুক এসে আঁজলা ভরে খাদ্যদ্রব্য নতি লাগল। আমি তাকে ধরে ফলেলাম এবং বললাম, “তোকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে পেশ করব।” তিনি পূর্ণ হাদীস বললেন। এর মধ্যে রয়েছে আগন্তুক বলল: “যখন তুমি বহিনায় (শোয়ার জন্য) যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। এতে করে আল্লাহর তরফ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে। সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসবে না।” (এ কথা শুনতে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “শোনো! সে নজি ভীষণ মথিযাবাদী; কিন্তু তোমাকে সত্য কথা বলছে। সে মূলত শয়তান।”[হাদীসটি বুখারী (২৩১১) বর্ণনা করেন]



- সূরা বাকারার শেষে দুই আয়াত পড়া

আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: যাব্যক্তি সূরা বাকারার শেষের আয়াতদ্বয় কোনো রাত তলিওয়াত করবে তার জন্য এ আয়াতদ্বয় যথেষ্ট হয়ে যাবে।

আলমেরা ‘যথেষ্ট হয়ে যাবে’ কথাটির অর্থ প্রসঙ্গগত মতভেদে করছেন। কারো কারো মতে: রাতের বপিদাপদ রোধের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। কটে কটে বলেন: রাতের কয়ামের পরবর্ত্তে যথেষ্ট হয়ে যাবে। উভয় অর্থ উদ্দৃষ্ট হতে পারে। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ ।

- সূরা কাফরিন পড়া

নওফলে আল-আশজাঈ রাদয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তুমি সূরা কাফরিন পড়ে তা শেষ করার পর ঘুমিয়ে যাবে। কারণ এটি শরিক থেকে মুক্তি।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৫০৫৫) বর্ণনা করেন। ইবনে হাজার ‘নাতায়জুল আফকার’ (৩/৬১) গ্রন্থে এ হাদিসটিকে হাসান বলে গণ্য করেন]

• সূরা ইসরা পড়া

আয়শো রাদয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বনী ইসরাইল ও সূরা যুমার না পড়লে ঘুমাতেন না।” [হাদীসটি তিরমযী (৩৪০২) বর্ণনা করে বলেন: হাদীসটি হাসান। হাফযে ইবনে হাজার ‘নাতায়জুল আফকার’ গ্রন্থে এ হাদিসকে হাসান বলে গণ্য করছেন]

- সূরা যুমার পড়া

পূর্ববোক্ত হাদীসটিই এর স্বপক্ষে দলীল।

- بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا

(বসিমকিল্লাহুন্মা আমৃতু ওয়া-আহইয়া পড়া)

হুয়াইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাত গলে
 بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أُمُوتْ وَأَحْيَا “হে আল্লাহ! আপনার নাম নিয়েই আমি মৃত্য বরণ করছি (ঘুমাচ্ছি)। আর আপনার নাম নিয়েই
 জীবতি (জাগ্রত) হবো” পড়তেন। আর ঘুম থেকে ওঠার পর পড়তেন الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ “হামদ-
 প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি (নদীরূপ) মৃত্যুর পর আমাদেরকে জীবতি করলেন। আর তাঁরই নিকট সকলের
 পুনরত্থান।” [হাদীসটি বখারী (৬৩২৪) বর্ণনা করেন]

- اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ: وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

আল্লাহুম্মা ইন্ননি আসলামাতু নাফসি ইলাইকা ওয়া-ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহি ইলাইকা ওয়া-ফাওয়াদবতু আমরি ইলাইকা, ওয়া-আলজাতু যাহরি ইলাইকা, রাগবাতান ওয়া-রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজাআ ওয়ালা মানজা মনিকা ইল্লা ইলাইকা। আমানতু বকিতাবিকাল্লাযি আনযালতা, ওয়া-নাবযিয়িকাল্লাযী আরসালতা)

বারা ইবনে আযবি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: তুমি শোয়ার সময় নামাযের জন্য অযু করার মত করে অযু করবে। তারপর ডান কাতে শূয়ে বলবে:

- اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ: وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

“হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার কাছে সঁপে দলাম। আমার যাবতীয় বিষয় আপনার কাছেই সোপর্দ করলাম। আমার চহোরা আপনার দকিহে ফরোলাম। আমার পৃষ্ঠদেশকে আপনার দকিহে ন্যস্ত করলাম। আপনার প্রতি অনুরাগী হয়ে এবং আপনার ভয়ে ভীত হয়ে। একমাত্র আপনার নকিট ছাড়া আপনার (পাকড়াও) থেকে বাঁচার কোনোটো আশ্রয়স্থল নই এবং মুক্তরি কোনোটো উপায় নই। আমি ঈমান এনছে আপনার নাযলিকৃত কতিবের উপরে এবং আপনার প্রেরিত নবীর উপরে।” তুমি যদি এ অবস্থায় মারা যাও তাহলে ফতিরাতরে উপর মারা গলে। এগুলিকে তোমার সর্বশেষ বাক্য বানাও। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বারংবার এটি পড়ে শুনলাম। যখন اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ - তে পড়েছিলাম তখন বললাম তনি (শুধরে) বলে দলিনে: না, وَأَرْسَلْتَ [হাদীসটি বুখারী (৬৩১১) ও মুসলিম (২৭১০) বর্ণনা করেন]

- بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَأَرْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

(বসিমকি রাব্বি ওয়াদাতু জাম্বী, ওয়া-বকি আরফাউহু। ইন আমসাক্তা নাফসি ফারহামহা ওয়া ইন আরসালতাহা ফাহফযহা বমি তাহফাযু বহি ইবাদাকাস সালহীন)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: তোমাদের কউে যখন বহিনায় (শুতে) যায় তখন তার উচতি লুগরি ভতিররে অংশ দিয়ে বহিনা ঝড়ে নেয়ে। কারণ সে জানে না সে চলে যাওয়ার পরে সেখান থেকে পততি হয়েছে। এরপর তার বলা উচতি: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَأَرْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا “হে আমার রব! আপনার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশে রেখেছি (শুয়েছি), আপনারই নামে তা উঠাবো। যদি আপনি (ঘুমন্ত অবস্থায়) আমার প্রাণ আটকে রাখেন, তাহলে আপনি তাকে দয়া করুন। আর যদি আপনি

তা ফরোত পাঠান, তাহলে আপনি তার হফোযত করুন যভাবে আপনি আপনার সংকরমশীল বান্দাদেরকে হফোযত করে থাকেন।”[হাদীসটি বুখারী (৬৩২০) ও মুসলিম (২৭১৪) বর্ণনা করেন]

- ততেরশি বার সুবহানাল্লাহ, ততেরশি বার আলহামদুলিল্লাহ এবং চটতেরশি বার আল্লাহু আকবার পড়া:

আলী ইবনে আবী তালবি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: ফাতমো রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহা ওয়াসাল্লামের কাছে খাদমে চাইতে আসলে তিনি বললেন: “আমি কি তোমাকে এর চয়ে ভাগ্যে কছির সংবাদ দবি না? তুমি ঘুমের সময় ততেরশি বার সুবহানাল্লাহ, ততেরশি বার আলহামদুলিল্লাহ এবং চটতেরশি বার আল্লাহু আকবার পড়বে।” আমি এরপর কখনো তা ছড়ে দিইনি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: সফিফীনরে রাতও না? তিনি বললেন: ‘সফিফীনরে রাতও না।’[হাদীসটি বুখারী (৫৩৬২) ও মুসলিম (২৭২৭) বর্ণনা করেন]

• اللَّهُمَّ فَنِي عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ •

(আল্লাহুম্মা ক্বনি আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাকা)

হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাতো যেতেন তখন তার ডান হাত গালরে নচি রেখে তিনি বার বলতেন: اللَّهُمَّ فَنِي عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ “আল্লাহ! আপনি যদি আপনি আপনার বান্দাদের পুনর্জীবিত করবেন, সতেনি আপনার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করুন।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৫০৪৫) বর্ণনা করেন। ইমাম ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন]

• الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي •

(আলহামদুলিল্লাহলিল্লাযী আত্বআমানা ওয়া-সাক্বানা ওয়া-কাফানা ওয়া-আ-ওয়ানা, ফাকাম-মম্মান লা কাফিয়া লাহু ওয়ালা মুউইয়া)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বহিনায় আশ্রয় নতিনে তখন বলতেন: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে আহর করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। কেননা, বহু লোক আছে যাদের প্রয়োজনপূরণকারী কউে নই এবং যাদের আশ্রয়দানকারীও কউে নই।”[হাদীসটি মুসলিম (২৭১৫) বর্ণনা করেন]

• اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنَّ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاعْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ •

(আল্লাহুম্মা খালাক্বতা নাফসি ওয়া-আন্তা তাওয়াফ্ফাহা, লাকা মামাতুহা ওয়া মাহইয়াহা। ইন আহইয়াইতাহা ফাহফাযহা, ওয়া-ইন আমাত্‌তাহা ফাগফরি লাহা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফয়াতা)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে নরিদশে দেন যেনে সে শূইতে গেলে এটি পড়়ে: **اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي** “হে আল্লাহ! আপনি নশিচয় আমার আত্মকে সৃষ্টি করছেন এবং আপনি তার মৃত্যু ঘটাবেন। তার মৃত্যু ও তার জীবন আপনার মালকিনায়। যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে আপনি তার হফোযত করুন, আর যদি তার মৃত্যু ঘটান তবে তাকে মাফ করে দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে নরিপততা চাই।” লোকটি বলল: আপনি কি এটি উমর থেকে শুনছেন? তিনি বললেন: “উমরর থেকে উত্তম ব্যক্তির কাছে থেকে শুনছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর কাছে থেকে শুনছি।” [হাদীসটি মুসলিম (২৭১২) বর্ণনা করেন]

• **اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ**

(আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতসি সাবই ওয়া-রাব্বাল আরদ্বি ওয়া-রাব্বাল আরশলি আযীম, রব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লা শাইইন, ফালকিবাল হাব্বি ওয়ান-নাওয়া, ওয়া মুনযলিত তাওরাতি ওয়াল-ইঞ্জলি ওয়াল-ফুরক্বান। আউযু বকি মনি শারর কুল্লা শাইইন আন্তা আখযিন বনিনাসিয়াতহি। আল্লাহুম্মা আন্তাল আউয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইউন। ওয়া আন্তাল আখরি ফালাইসা বা'দাকা শাইউন। ওয়া আন্তায যাহরি ফালাইসা ফাওক্বাকা শাইউন। ওয়া আন্তাল বাত্বনি ফালাইসা দূনাকা শাইউন। ইক্বদ্বি আন্নাদ-দাইন ওয়া-আগনিনা মনিল ফাক্বরি)

সুহাইল বলেন: আবু সালহে আমাদরেক নরিদশে দতিনে যে আমাদরে কটে যদি ঘুমানোর জন্য শূতে যায় তাহলে যেনে ডান কাতে শূয়ে পড়়ে:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

“হে আল্লাহ! হে সপ্ত আকাশরে রব, যমনিরে রব, মহান আরশরে রব, আমাদরে রব ও প্রত্যকে বস্তুর রব! হে শস্য-বীজ ও আঁট বিদীর্ণকারী! হে তাওরাত, ইঞ্জলি ও কুরআন নাযলিকারী! আমি প্রত্যকে এমন বস্তুর অনশ্টি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যার (মাথার) অগ্রভাগ আপনি ধরে রেখেছেন (নয়িন্ত্রণ করছেন)। হে আল্লাহ! আপনি প্রথম, আপনার পূর্বে কিছু ছিল না। আপনি সর্বশেষ, আপনার পরে কিছু থাকবে না। আপনি সব কিছুর উপরে, আপনার উপরে কিছু

নহে। আপনি সর্বনকিটে, আপনার চয়ে নকিটবর্তী কছি নহে। আপনি আমাদরে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দনি এবং আমাদরেকা অভাবগ্রস্ততা থেকে অভাবমুক্ত করুন।” তিনি এ হাদিসটি আবু হুরাইরা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেন। [হাদীসটি মুসলিমি (২৭১৩) বর্ণনা করেন]

- **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْتَمَ، اللَّهُمَّ لَا يَهْزُمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ**

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বি-ওয়াজহিকাল কারীম ওয়া-কালমাতিকাততামাহ মনি শাররি মা আনতা আখযিুন বিনাসয়াতিহি। আল্লাহুম্মা আন্তা তাকশফিুল মাগরামা ওয়াল-মা’সামা। আল্লাহুম্মা লা ইউহযামু জুন্দুকা ওয়ালা ইউখলাফু ওয়া’দুকা। ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল-জাদ্দি মনিকাল জাদ্দু। সুবহানাকা ওয়াবহামদিকা)

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শূইতে গলে বলতেন: **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْتَمَ، اللَّهُمَّ لَا يَهْزُمُ جُنْدُكَ، وَلَا يَخْلَفُ وَعْدُكَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ** “হে আল্লাহ! আমি আপনার সম্মানতি চহোরা ও পূর্ণ বাক্যসমূহের ওসীলায় এমন সকল কছির অনষ্টি থেকে আশ্রয় চাইছি যা আপনার নয়ন্ত্রণে। হে আল্লাহ! আপনিহি তো ঋণের বোঝা ও পাপাচার থেকে আশ্রয় প্রদান করেন। হে আল্লাহ! আপনার বাহিনী পরাজতি হয় না, আপনার ওয়াদা ভঙ্গ হয় না। কোনো ক্ষমতা-প্রতাপিতরি অধিকারীর ক্ষমতা ও প্রতাপিত আপনাকছে কোনো কাজে লাগবে না। আপনার প্রশংসাসহ পবতিরতা ঘোষণা করছি।” [হাদীসটি আবু দাউদ (৫০৫২) বর্ণনা করেন। ইমাম নববী ‘আল-আযকার’ (পৃ. ১১১) গ্রন্থে এবং ইবনে হাজার ‘নাতায়জেল আফকার’ (২/৩৮৪) গ্রন্থে এ হাদিসটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

- **بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي، وَفُكِّ رَهَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى**

(বসিমল্লাহি ওয়াদ্বাতু জাম্বী, আল্লাহুম্মাগফরিলা যাম্বী, ওয়া-আখসি শাইত্বানী, ওয়া ফুক্কা রহানী, ওয়াজ্জালানী ফনিদায়িলি আ’লা)

আবুল আযহার আল-আনমারী বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত শোয়ার সময় বলতেন: **بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي، وَفُكِّ رَهَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى** “আল্লাহর নামে শয়ন করলাম। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ ক্ষমা করে দনি। আমার শয়তানকে বতিড়তি করুন। আমার বন্ধন মুক্ত করুন এবং আমাকে সর্বোচ্চ সভার অন্তর্ভুক্ত করুন।” [হাদীসটি আবু দাউদ (৫০৫৪) বর্ণনা করেন। ইমাম নববী ‘আল-আযকার’ (পৃ. ১২৫) ও হাফযে ইবনে হাজার ‘নাতায়জেল আফকার’ (৩/৬০) গ্রন্থে এটিকে হাসান বলে গণ্য করেন]

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।